নবীর দুলালী

হযরত

ফাতেমা (রা.)

এর জীবনী

নবীর দুলালী

হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর জীবনী

সংকলন ও সম্পাদনায়

মাওলানা মোঃ আল-আমিন

দাওরায়ে হাদিস (মাস্টার্স)
কামিল হাদিস (মাস্টার্স), ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়
বি.এ. অনার্স (ইসলামি স্টাডিজ), দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়।

অনুভূতি

সূচিপত্র

আল্লাহর শুকরিয়া আদায় ৭

হযরত ফাতেমা (রাঃ)

হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর জন্ম ও পরিচয় ১১
হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর বাল্যকাল ও শিক্ষা ১৩
মদিনায় হিজরত ১৭
হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর বিয়ে ১৮
স্বামীর ঘরে হযরত ফাতিমা (রাঃ) ২১
হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর ঘর-সংসার ২৩
ফাতিমার স্বামীর ঘরের অবস্থা ২৮
হযরত ফাতিমা ক্ষুধার্ত কে খাদ্য দিলেন ৩০
হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর সাথে অন্য ফাতিমার সাক্ষাৎ ৩৩
ফাতিমা (রাঃ)-এর অসুখ দেখতে রাসূল (সা.) ৩৫
হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর ইবাদত বন্দেগী ৩৭
খোদার দয়ায় বিপদ মুক্তি ৪৮
ফাতিমা (রাঃ)-এর প্রতি রাসূল (সা.)-এর ভালবাসা ৫১
ফাতিমা (রাঃ) ও আলী (রাঃ)-এর মান অভিমান ৫২
নবী (সা.)-এর সাথে ফাতিমার সাদৃশ্য ৫৩
মহিলাদের মধ্যে ফাতিমা (রাঃ)-এর মর্যাদা ৫৪
রাসূল (সা.)-এর দৃষ্টিতে ফাতিমা (রাঃ) ৫৫
স্বামীর দৃষ্টিতে ফাতিমা (রাঃ) ৫৭
আল্লাহর দৃষ্টিতে ফাতিমা (রাঃ) ৫৮
মহিলাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ ৬০
হাদীস শাস্ত্রে ফাতিমা (রাঃ)-এর অবদান ৬২
ফাতিমা (রাঃ)-এর সন্তানাদি ৬৩
হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর ইনতেকাল ৬৫
লজ্জা ও সভ্রম ৬৭
হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর অলৌকিক ঘটনাবলি ৬৭
যুদ্ধ ক্ষেত্রে হযরত ফাতিমা (রাঃ) ৭০
হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর কবরস্থান নিয়ে মতভেদ ৭২

বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও সেবা দান

বদরের যুদ্ধ ৭৩
বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের নাম ৯৬
আনসার সাহাবী ২২৫ জন ৯৮
বদরের যুদ্ধে যাঁরা শহীদ হয়েছেন ১০২
মক্কাবাসীদের শোক ১০৩

ফাতেমা (রা)-এর মাতা হযরত খাদীজা (রা) পরিচিতি

তৎকালীন আরব সমাজ ১০৯
হযরত খাদীজা (রা)-এর জন্ম ও বংশ পরিচয় ১১১
হযরত খাদীজা (রা)-এর জন্মের পূর্বের ঘটনা ১১৩
হযরত খাদীজা (রা)-এর শৈশব ও কৈশোর ১১৪
হযরত খাদীজা (রা)-এর শিক্ষা জীবন ১১৬
হযরত খাদীজা (রা)-এর দৈহিক সৌন্দর্যের বর্ণনা ১১৬
হযরত খাদীজা (রা)-এর বিয়ের পয়গাম ১১৭
খাদিজা (রা)-এর প্রথম বিবাহ ১১৮
খাদিজা (রা)-এর দ্বিতীয় বিবাহ ১১৯
খাদিজা (রা)-এর তৃতীয় বিবাহ ১১৯
হযরত খাদীজা (রা) এর তিনটি বিয়ে ১২০
খাদিজার (রা) বিধবা হবার রহস্য ১২২
হযরত খাদীজা (রা)-এর ব্যবসার সূচনা ১২৩
মেয়ের প্রতি পিতার শেষ উপদেশ ১২৩
খোয়াইলিদের ইনতেকাল ১২৫
ব্যবসায়ী হযরত খাদীজা (রা) ১২৭
মহানবী (সা)-এর সাথে খাদীজার সাক্ষাৎ ১২৯
ব্যবসায়ে হযরত মুহাম্মদ (সা) ১৩১
হযরত মুহাম্মদ (সা) খাদীজা (রা)-এর ব্যবসায়ে নিযুক্তি ১৩২
ব্যবসার জন্যে বিদেশ যাত্রা ১৩৩
হযরত খাদীজা (রা)-এর মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ১৩৫
বিয়ের প্রস্তাব ১৩৭
শুভ বিয়ে ১৪১
সে সময় বিয়ের নিয়ম-কানুন ১৪২
অভিভাবকের মাধ্যমে বিয়ে ১৪৩
নৃত্যগীত প্রসঙ্গ ১৪৩
হযরত খাদীজা (রা)-এর প্রতি কোরায়েশদের আক্রোশ ১৪৪

কোরাইশদের ব্যবস্থার প্রতি উত্তর ১৪৬
হযরত খাদীজা (রা)-এর দানের প্রতিফল ১৪৭
ইসলামের পূর্বাভাস এবং হযরত খাদীজা (রা) ১৪৮
বিশ্বনবী (সা)-এর নবুয়ত লাভ ১৫৪
হযরত খাদীজা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ ১৫৮
বিশ্বনবী (সা)-এই ইসলাম প্রচার ১৬২
দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন ১৬৪
হযরত খাদীজা (রা)-এর মর্যাদা ১৬৯
হযরত খাদীজা (রা)-এর অনন্য বৈশিষ্ট্য ১৭১
বৈশিষ্ট্যে খাদিজা তাহিরা (রা) ১৭৩
হযরত খাদীজা (রা)-এর ইনতেকাল ১৭৪
হযরত খাদীজা (রা)-এর সন্তান-সন্ততি ১৭৬

অন্যান্য ঘটনাবলি

বিবি আয়েশা (রা)-এর আকাঙ্ক্ষা ১৭৭
বিবি ফাতিমা (রা) আনহাকে সান্ত্বনা দান ১৭৮
রাসূল্লাহ্ (সা) ক্রোধ ১৭৮
বিবি হাওয়া ও খাদিজা (রা) ১৭৯
বিবি খাদীজা (রা) সপত্নী-পুত্র ১৮০
খাদীজা (রা) ছাড়া অন্যান্য স্ত্রীগণ ১৮১
নাম বিবাহের সন ১৮৯
খাদিজা (রা) সম্পর্কে শেষ কথা ১৮৯
খাদিজা (রা)-এর জীবন থেকে শিক্ষা ১৯০
নারীজগতে খাদিজার (রা) মর্যাদা ১৯১

ফাতেমা (রা)-এর পিতা শেষ নবী

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ১৯২
হযরত মোহাম্মাদ মোস্তাফা (সা) ১৯২
ধাত্রী হালিমা সাআদিয়ের ঘরে হযরত মুহাম্মদ (সা) ১৯৬
শিশুনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ছিনাচাক বা বক্ষবিদারণ ১৯৮
হুযুরে পাক (সা)-এর সাথে খাদীজা (রা)-এর শুভ পরিণয় ১৯৯
পারিবারিক জীবন ২০২
কা'বা ঘর মেরামত এবং হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর
বিচক্ষণতার পরিচয় দান ২০৩
হুযুরে পাক (সা)-এর আধ্যাত্মিক সাধনা ২০৫
নবুয়ত প্রাপ্তি ২০৭

কোরায়েশদের ব্যাপক অত্যাচার ২১২
প্রথম শহীদ ২১২
হযরত আমীর হামযাহর ইসলাম গ্রহণ ২১৩
হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যার পণ ২১৪
আলোর সন্ধান লাভ ২১৬
হত্যা নয় ইসলাম গ্রহণ ২১৮
মে'রাজ প্রসঙ্গ ২২০
মে'রাজের শাব্দিক বিশ্লেষণ ২২১
মে'রাজ একবারই হয়েছিল ২২১
মে'রাজের সময় ২২২
মে'রাজ ও কুরআন ২২৩
মে'রাজ ও আধুনিক বিজ্ঞান ২৩৩
মহানবী (সা.)-এর ভ্রমণের বিবরণ ২৩৫
মে'রাজ ও আল্লাহর পাকের দর্শন লাভ ২৩৯
আল্লাহ পাকের নূর এবং মহানবীর (সা.) নূর ২৪০
বিশ্বনবী (সা.)-এর বক্ষ বিদারণ ২৪১
আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণের সাক্ষ্য ২৪৩
মহানবী (সা.)-এর উচ্চমর্যাদা ২৪৮
মে'রাজ সম্পর্কিত হাদীসের বর্ণনাকারীগণ ২৫০
মসজিদে আকসার পৃষ্ঠপোষক পাদরীর ভাষ্য ২৫২
বায়তুল মোকাদ্দাসে বাবে মুহাম্মদ (সা.) ২৫৪
হযরত আবু বকর (রা.)-এর সিদ্দীক উপাধি লাভ ২৫৩
আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর ইসলাম প্রচার ২৫৪
সর্বপ্রথম মদিনায় হিযরতের প্রস্তুতি ২৫৬
হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র ২৫৮
হুযুরে পাক (সা)-এর মদীনায় হিজরত ২৬২
বিদায় হজ্জ ঃ হজ্জাতুল বিদা ২৬৯
বিদায় হজ্জে অমূল্য ভাষণ ২৭২
হুযুরে পাক (সা)-এর অন্তিম রোগ ২৭৫
জীবনের শেষ দিনগুলো ২৭৬
হুযুরে পাক (সা)-এর চিরবিদায় গ্রহণ ২৮১
সারা মদীনায় শোকের তুফান ঃ কিয়ামতের দৃশ্য ২৮৪
খলীফা নির্বাচন ২৮৬
হুযুরে পাক (সা)-এর কাফন-দাফন ২৮৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হযরত ফাতেমা (রাঃ)

হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর জন্ম ও পরিচয়

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদরের সন্তান ছিলেন হযরত ফাতিমা (রাঃ)। তাঁর অনেক উপাধি আছে তার মধ্যে হচ্ছে– তাহেরা, যোহরা, যাকিয়া, রাজিয়া, মুতাহহারা, আরযিরা এবং বাতুন। তাঁর পিতার নাম বলার তো কোন অপেক্ষা রাখেনা। মাতা হযরত খাদিজাতুল কোবরা (রাঃ)। হযরত খাদিজাতুল কোবরা (রাঃ) ছিলেন আরব দেশের মধ্যে ধনবতী মহিলা। আর হযরত ফাতিমা (রাঃ) ছিলেন বিশ্ব শিরমনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর চার কন্যার মধ্যে সর্বকনিষ্ঠা কন্যা। ফাতিমা (রাঃ)-এর পিতা ও মাতার বংশ তালিকা এক। তার পিতার ও মাতার বংশ তালিকা নিম্নে প্রদত্ত করা হল।

ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ (সা.), বিন আবদুল্লাহ, বিন আবদুল মোত্তালিব, বিন আবদুল মান্নাফ, বিন কোমাইর, বিন কিলাব, বিন মোরা, বিন কা'ব, বিন লোবাই, বিন গালিব, বিন ফিহির বা কুরাইশ। আর মাতার দিক দিয়ে হল, ফাতিমা বিনতে খাদিজা, বিনতে খুয়াইলিদ, বিনতে আযাদ, বিনতে আবদুল ও যাযা বিনতে কুমাইর। তার কয়েক পুরুষ পূর্বপুরুষ ছিল ঠিক ফিদির বা কুরাইশ। সুতরাং তার পিতা ও মাতা ছিল এক বংশধর। বিশ্বের শ্রেষ্ট মানব ও সর্বশ্রেষ্ট নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) হযরত খাদিজা (রাঃ)-কে তার যৌবন বয়সে বিয়ে করেন। তখন তার বয়স মাত্র পঁচিশ বছর, আর হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। উক্ত বয়সে তারা উভয়ে তাঁদের দাম্পত্য জীবন কাটাতে থাকেন। এদিকে তাদের তিন তিনটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। আর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়তের পাঁচ বছর পূর্বে হযরত খাজিদা (রাঃ)-এর গর্ভে হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর জন্ম হয়। এ সময় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বয়স পঁয়ত্রিশ বছর। তাই হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর জন্ম তারিখ হল ৬০৫ খ্রিস্টাব্দ। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর জন্মের সময় ছিল খুবই মোবারক সময়। তার মূল কারণ হল, কোরাইশরা তাদের সময়ে কাবা ঘর পুনঃনির্মাণ করছিল এবং তারা উক্ত কাজে ব্যস্ত ছিল। আর কাবা ঘর নির্মাণ শেষে বিখ্যাত 'হাজরে আসওয়াদ' পাথর নিয়ে এবং তা সরানো নিয়ে আরবদের মধ্যে দারুন সমস্যা দেখা দেয়। কারণ আরবের প্রত্যেক গোত্রই উক্ত পাথরকে যথাস্থানে রেখে তারা নিজেকে সৌভাগ্যশালী ও গৌরজবান্বিত মনে

করবে। এ বিষয় নিয়ে সবার মধ্যে এক সময় সংঘর্ষের আকার ধারণ করল। এ অবস্থা দেখে তাদের মধ্যে একজন বয়ঃবৃদ্ধ ব্যক্তি বললেন, তোমাদের মধ্যে যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। কারণ, সামান্য কারণে যুদ্ধ করা ঠিক হবে না। তার চেয়ে আগামীকাল প্রভাতে যে ব্যক্তি প্রথমে কাবা ঘরে প্রবেশ করবে সে তোমাদের এ সমস্যার সমাধান করে দিবেন। তোমরা তার কথা মেনে নিবে।

উক্ত কথা শুনে সকলেই একবাক্যে মেনে নিল। তারা সকলেই প্রভাতে এসে অপেক্ষা করতে লাগল। কে প্রথম কাবা ঘরে প্রবেশ করবে? তার ফয়সালা কি হবে? একথা ভাবতে ভাবতে সবাই দেখল যে তাদের প্রিয় ব্যক্তি ও তাদের আল-আমীন হাজির হচ্ছেন। তারা সবাই তাকে দেখে বলে উঠল, আমাদের আল-আমীন হাজির হয়েছে। আমরা তার বিচার ফয়সালা মেনে নিব। সবাই তার কাছে হাজির হল এবং তার কাছে সব কথা খুলে বলল। সব কথা রাসূল (সা.) শুনে বললেন, ঠিক আছে আপনাদের প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে দিন। তার কথা মত তাই করা হল। তারা নিজের চাদর মাটিতে বিছিয়ে উহাতে নিজ হাতে কাল পাথরটিকে উঠিয়ে তার চার দিক প্রতিনিধিদের ধরতে বললেন, তারা চাদর ধরে নবীজির সাথে চলল, যথাস্থানে আসার পর নবীজি নিজ হাতে উহাকে কাবা ঘরের পাশে রাখলেন। এ ঘটনায় সকলে কলহ-বিবাদ থেকে মুক্ত হলেন। আরবের সমস্ত গোত্র মহানবী (সা.)-এর বুদ্ধিমত্তা দেখে মুগ্ধ হলেন। এ মনোমুগ্ধকর ফয়সালার পর রাসূল (সা.) ঐ দিন বাড়ি ফিরেই শুনলেন তার এক কন্যা সন্তান জন্মেছে। তিনি তার নাম রাখলেন 'ফাতিমা'।[১] পরবর্তী সময়ে রাসূল (সা.)-এর ইনতেকালের পর তার বংশকেই এ ফাতিমা (রাঃ) বংশে বংশ রক্ষা করেছিল যা অব্যাহত আছে। আরববাসীরা কাবা ঘর সংস্কারকালে হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর জন্ম হওয়ায় তারা ঐ সময়কে নিজেদের জন্য অত্যন্ত পবিত্র ও সম্মানিত বলে মনে করত।

হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর চেহারা অত্যন্ত সুন্দর ছিল। তিনি অত্যন্ত রূপবতী ছিলেন এবং রূপবতী হিসেবে আরবে বেশ পরিচিতি লাভ করেন। সে কারণে তার নামের সাথে যোহরা[২], সংযুক্ত করা হয়। তার মত গুণবতী ও রূপবতী মহিলা আরবে বিরল ছিল। তার আরও অনেক গুণবাচক নাম আছে। যা তার জীবনে অত্যন্ত কার্যকরী ও স্বার্থকতা লাভ করছে। যেমন রাজিয়া ও মারজিয়া নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। তার কারণ হিসেবে আমরা বলব যে, তিনি মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উপর ভীষণ আস্থাশীল ছিলেন। তার নিজের ষড়রিপুকে তিনি নিজে পূর্ণাঙ্গ আয়ত্বে রাখার কারণে তাকে 'যাকিয়া' যার বাংলা অর্থ সংযমী ডাকা

---

১. আরবি ভাষায় ব্যবহৃত 'ফতম' থেকে উক্ত ফাতিমা শব্দের উৎপত্তি। আর বাংলায় এর অর্থ হল- রক্ষা করা।

২. যার বাংলা হল 'কুসুম কলি'।

হত। তার বর্ণনাতীত গুণাবলি ছিল। তিনি যাবতীয় ভোগ-বিলাসিতা বর্জন করে চলতেন। সে জন্য তার অন্য উপাধী ছিল 'বাতুল'[৩]। তিনি নিজে আল্লাহর সবসময় ইবাদত করতেন। তিনি তার নিজের আপন যোগ্যতা ও গুণাবলির বলে নারী জাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট আসন অধিকার করায় তাকে নারীদের নেত্রী বলা হয়। এ নামেও তিনি দুনিয়ায় পরিচিতি লাভ করে। আর আখিরাতে তিনি মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করবেন ও বেহেশতে মহিলাদের একমাত্র নেত্রী হবেন। দুনিয়ায় আমাদের দেশের নেত্রীরা যেরূপ তিনি কিন্তু সেরূপ নন। কারণ তার ইবাদত যোগ্যতা, গুণাবলি বিভিন্ন বদান্যতার জন্য তিনি মহান আল্লাহর নিকট অতি পছন্দনীয় মহিলা হিসেবে স্থান লাভ করবেন।

হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর বাল্যকাল ও শিক্ষা

নবী কন্যা হযরত ফাতিমা (রাঃ) ছিলেন ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত ধীরস্থির ও গম্ভীর প্রকৃতির। বাল্য বয়সে সাধারণত ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা ও দৌড়-ঝাপ করে থাকে। কিন্তু হযরত ফাতিমা (রাঃ) ছিলেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি বাজে কোন মেয়েদের সাথে মিশতেন না। শিশু বয়স ও বাল্য বয়সেই তিনি ছিলেন নির্জনতা প্রিয়। তিনি একাকী ও নির্জনতা বেশ পছন্দ করতেন। তাকে কোন দিন কোন সময় তার সমবয়সীদের সাথে একত্রে খেলাধুলা ও দৌড়াদৌড়ি করতে দেখা যায়নি। শিশু বয়সেই তিনি তার মাতার পাশে পাশে থাকতে বেশ ভালও বাসতেন।

আর এমনটা হবেই না বা কেন। কারণ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ট মানুষ নবী রাসূলদের সর্দার সাইয়্যেদুল মুরসালিন হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন তার পিতা, আর তৎকালীন নারীকূলের সর্দার আরবের সব থেকে ধনাঢ্য ব্যক্তি বা মহিলা এবং সব থেকে সম্মানিত মহিলা হযরত খাদিজাতুল কোবরা (রাঃ) ছিলেন তার মাতা। এতে বুঝতেই পারছেন যে, এ সম্মানিত পরিবারের পরিবেশ কত ভাল হতে পারে। নিঃসন্দেহে ভাল পরিবেশ ছিল। আর উক্ত পরিবেশেই লালিত-পালিত হয়েছিলেন হযরত ফাতিমা (রাঃ)।

তৎকালীন আরবে আমাদের দেশের মত স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না বটে; কিন্তু তাদের মধ্যে সে সময় পারিবারিক শিক্ষা-দীক্ষা ছিল বেশ জোড়াল। তাদের সন্তানদের ঘরে বসেই শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। সে সময় আরবের কুরাইশ বংশে নামকরা অনেক শিক্ষিত লোক ছিল।

তাই হযরত রাসূল (সা.) ও খাদিজা (রাঃ) তাদের প্রিয় সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পারিবারিক পরিবেশে গড়ে তুলেন। আর নবী কন্যারাও বিশেষ করে হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এ পরিবেশে বেশ পড়াশুনা করতেন। তার শিক্ষার

---

৩. অর্থাৎ বর্জনকারী।

প্রতি মন ছিল অত্যন্ত প্রখর। তিনি যা শুনতেন তাই মনে রাখতে পারতেন এবং মুখস্ত করে ফেলতেন।

হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় আমরা তার ছোটবেলা থেকেই দেখতে পাই। তিনি তার পিতা হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও মাতা হযরত খাদিজা (রাঃ)-কে এমন সব প্রশ্ন করতেন, যার থেকে আমরা তার বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাই। তার বুদ্ধিমত্তার কতিপয় দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল।

একবার হযরত খাদিজা (রাঃ) যখন হযরত ফাতিমা (রাঃ)-কে নানা বিষয় বুঝাচ্ছিলেন, এমন সময় হযরত ফাতিমা (রাঃ) তার মায়ের কাছে প্রশ্ন করলেন- আম্মাজান, 'আল্লাহর নানা বিষয়ের কুদরত আমরা দেখতে পাই। আল্লাহ কি নিজে আমাদের সাথে দেখা দিতে পারেন না?' হযরত খাদিজা (রাঃ) হযরত ফাতিমা (রাঃ)-কে এমন প্রশ্ন করতে দেখে চমকে উঠলেন। তিনি তার প্রশ্নের উত্তর দিলেন– 'হে ফাতিমা! আমরা দুনিয়ায় তাকে দেখতে পারব না কারণ, মানুষের চামরার চোখ দিয়ে আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু দুনিয়ায় বসে যদি কেই আমরা আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করি এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারি তবেই তার দেখা পাব কিয়ামত দিবসে।'

এমনিভাবে হযরত ফাতিমা (রাঃ) দিনে দিনে আল্লাহর প্রতি দারুন আস্থাশীল। আল্লাহর প্রেম, সত্যবাদিতা, নম্র-বিনয়ী, সদাচার, পরোপকারীতা ইত্যাদি গুণ তার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল। হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর প্রিয় জননী হযরত খাদিজা (রাঃ) তার মেয়েকে পূর্ববর্তী নবীদের জীবন কাহিনী শুনাতেন এবং ইসলামের মাহাত্ম তাকে শিক্ষা দিতেন। মাতা খাদিজা (রাঃ) শুধু ফাতিমা (রাঃ)-কে শিক্ষা দিতেন তাই নয় বরং রাসূল (সা.) ও তার প্রিয় কন্যা হযরত ফাতিমা (রাঃ)-কে শিক্ষা দিয়েছেন। ফাতিমা (রাঃ) নবীর কন্যা হিসেবে যাতে তার মধ্যে হিংসা, অহংকার না হয় সে জন্য তিনি মাঝে মধ্যে ফাতিমা (রাঃ)-কে তার নিকট ডাকতেন এবং বলতেন– মা ফাতিমা! মনে রেখ, পিতার পরিচয় ও দুনিয়ার প্রচুর ধন-সম্পত্তির মধ্যে দিয়ে মানুষের প্রকৃত পরিচয় করা হবে না। বরং তার পরিচয় কিয়ামত দিবসে, যার অর্জিত আমলসমূহ বেশি হবে কিয়ামতের ময়দানে তার পরিচয় সে নিজেই হবে। তিনি তার উদ্দেশ্যে উপদেশমূলক বাণী পেশ করতে গিয়ে তাকে বললেন– ফাতিমা! মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রিয় কন্যা হিসেবে নিজের আমল শূন্য হলে কিয়ামত দিবসে রক্ষা পাবে না। মনে রাখবে, কাল কিয়ামতে কঠিন হাশর ময়দানে আল্লাহ কাউকে কোন বিষয় খাতির করবেন না। তিনি মানুষের জীবনের প্রতিটি বিষয় জাররা জাররা করে হিসাব নিবেন। এতে কোন ভুল হবে না।

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, হযরত ফাতিমা (রাঃ) তার ছোট বেলা থেকেই সাধারণভাবে জীবন যাপন করতে থাকেন এবং তিনি উক্ত ভাবে জীবন

যাপন করতে বেশি ভালবাসতেন। একদিন হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর এক বান্ধবীর বা আত্মীয়ের বাড়ি বিয়ে উপলক্ষে সেখানে যাওয়ার জন্য হযরত খাদিজা (রাঃ) তার কন্যার জন্য দামী দামী সোনার অলংকার বানিয়ে আনলেন। ফাতিমা (রাঃ)-কে বললেন– 'মা তুমি এগুলো পড়ে আমাদের সাথে বিয়েতে চল, আর ভাল কাপড় জামা পড়ে নাও।' কিন্তু কি আশ্চর্য, হযরত ফাতিমা (রাঃ) তা পড়তে সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি জানালেন এবং বিয়েতে তার পুরান জামা কাপড় পড়ে যেতে চাইলেন। পরে তাই করা হয়। হযরত ফাতিমা (রাঃ) তার পুরান জামা-কাপড় পরিধান করে বিয়েতে অংশ নেয়। আমরা তাঁর কথা ও কন্যাদের কথা চিন্তা করে দেখব যে কত পার্থক্য। কারণ আজ কালকের কন্যারা তো পুরান তো দূরের কথা ভাল কাপড়-চোপড় ও সোনার অলংকার ও বিভিন্ন প্রকার প্রশাধনী ও টাকা পয়সা নিয়েও সন্তুষ্ট থাকে না। তাদের চাহিদার যে শেষ নেই। তার সাথে এ যুগের মেয়েদের কল্পনা করা যায় না। হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর তুলনা বিরল।

হযরত খাদিজা (রাঃ) হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়তের দশম বছর ইনতেকাল করেন। তার ফলে হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর উপর তার পিতার সংসারের যাবতীয় চাপ আসে। ফাতিমা (রাঃ)-এর যে আরও তিন বোন ছিল তাদের বিয়ে তার মাতার জীবিত থাকা অবস্থায় হয়েছিল। এ জন্যই নবী পরিবারের সম্পূর্ণ কাজ কর্ম হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর উপর পড়ে। রাসূল (সা.) ও হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর ইনতেকালে মর্মাহত হয়ে পড়েন। তার মাতার ইনতেকালের সময় তার বয়স ছিল খুবই কম। তাই অতটুকু বয়সে হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর সংসারের কাজ সামলান অসম্ভব ছিল। এ সময় রাসূল (সা.) তার নিজ হাতে বসন-কোসন ও নানা দ্রব্যাদি পরিষ্কার করে দিতেন এবং ঘরের বিভিন্ন কাজ কর্মে নানাভাবে ফাতিমা (রাঃ)-কে সাহায্য সহযোগিতা করতেন। এরপর তার কষ্ট দেখে তার আত্মীয়-স্বজনের পরামর্শে ও অনুরোধে হযরত রাসূল (সা.) তার পারিবারিক ও হযরত ফাতিমা (রাঃ)-কে দেখাশোনার জন্য হযরত সাওদা (রাঃ)-কে বিয়ে করেন।

হযরত রাসূলে করিম (সা.) দুনিয়ায় যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন পর্যন্ত প্রয়োজনবোধে হযরত ফাতিমা (রাঃ)-কে নানা বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন। একদিন রাসূল (সা.) ফাতিমা (রাঃ) ঘরে গিয়ে দেখলেন যে ফাতিমা (রাঃ)-এর দামী ও মূল্যবান সুন্দর কাপড় পড়ে সেজে-গুজে আছেন। এ দৃশ্য দেখে রাসূল (সা.) ব্যথিত ও ভারাক্রান্ত মনে বললেন, দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী বিলাসিতাকে যারা বর্জন ও ত্যাগ করে তাদের জন্যই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পরকালে রেখেছেন অফুরন্ত বিলাস সামগ্রী এবং জান্নাতের অফুরন্ত সুখ। হে ফাতিমা! জেনে রাখ, এ